



72216 - যবে ব্যক্তরি অনাদায়কৃত ফরজ নামাজ ও ফরজ রোযার সংখ্যা মনে নহে, তার করণীয় কি?

প্রশ্ন

প্রশ্ন : যদি কোন মুসলমিরে অনাদায়কৃত সালাত ও সিয়ামের সংখ্যা মনে না থাকে, তবে তিনি কিভাবে নামাজ ও রোযার কাযা করবেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

অনাদায়কৃত সালাতের ক্ষেত্রে তিনটি অবস্থা হতে পারে :

প্রথম অবস্থা :

ঘুম বা ভুলে যাওয়ার মত শরিয়ত অনুমোদিত ওজরের কারণে সালাত ছুটে যাওয়া। এ অবস্থায় তার উপরছুটে যাওয়া নামাযকাযা করা ওয়াজবি। এর দলীল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর বাণী: “যবে ব্যক্তি সালাত আদায় করতে ভুলে গেছে অথবা সালাত না পড়ে ঘুমিয়ে ছলি, এর কাফফারা হচ্ছে- সে যখনই তা মনে করবে তখনই সালাত আদায় করে নবী।” [হাদিসটি ইমাম বুখারী (৫৭২) ও মুসলিম (৬৮৪) বর্ণনা করছেন। হাদিসটির ভাষা ইমাম মুসলিমের]

মাযগুলো যবে ধারাবাহিকতায় তার উপর ওয়াজবিছিলি সে ধারাবাহিকতায় তিনি কাযা করবেন। প্রথম নামাযটি প্রথম আদায় করবেন। এর দলীল জাবরি ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) এর হাদিস- “উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকের যুদ্ধের দিন সূর্যাস্তের পর এসে কবুরাইশ কাফরিদের গালি দিতে দিতে বললেন: “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আসরের সালাত আদায় করতে করতে সূর্য তে ডুবই যাচ্ছিলি!” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “আল্লাহর শপথ, আমি তাকে এখনো আসরের সালাত আদায় করতে পারিনি।” তারপর আমরা উঠে বুত্বহান নামক উপত্যকায় গেলোম। সেখানে তিনি সালাতের জন্য ওজুকরলেন। আমরাও সালাতের জন্য ওজু করলাম। তিনি যখন আসরের সালাত পড়লেন তখন সূর্য ডুব গেছে। আসরের পর তিনি মাগরবের সালাত পড়লেন।” [হাদিসটি বর্ণনা করছেন ইমাম বুখারী (৫৭১) ও মুসলিম (৬৩১)]

দ্বিতীয় অবস্থা:

এমন ওজরের কারণে সালাত ছুটে যাওয়া যে সময় ব্যক্তিকোন হুঁশ থাকে না যেমন- অজ্ঞান হওয়া। এ ধরনের পরিস্থিতির শিকার ব্যক্তিকে সালাতের বধিান থেকে অব্যাহত দিয়া হয়। তাই তাকে উক্ত সালাতের কাযা করতে হয় না।



গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির আলমেগনকে কোন এক ব্যক্তিকে কর্তৃক প্রশ্ন করা হয়েছিল: আমি সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলাম। এর ফলে তনিমাসহাসপাতালরে বহিনায় শূয়ে ছলাম। এসময়ে আমার হুঁশ ছিল না। এ পুরো সময়ে আমি কোন সালাত আদায় করনি। আমি কি এ সালাতগুলো কাযা করা থেকে অব্যাহতি পাব? নাকি আমাকে এ সালাতগুলো কাযা করতে হবে?

তারা উত্তরে বলেন: “উল্লেখিত সময়ের সালাত কাযা করা থেকে আপনি অব্যাহতি পাবেন। কারণ তখন তো আপনার কোন হুঁশ ছিল না।” [উদ্ধৃতি সমাপ্ত]

তাদেরকে আরো প্রশ্ন করা হয়েছিল: যদি কউে এক মাস অজ্ঞান অবস্থায় থাকে এবং এ পুরো সময়টাতকোন সালাত আদায় না করে, তবে ইনছুটে যাওয়া সালাত কি পদ্ধতিতে আদায় করবেন?

তারা উত্তরে বলেন: “এ সময়ে যে সালাতসমূহ বাদ গিয়েছে তা কাযা করতে হবে না। কারণ উল্লেখিত অবস্থায় তিনি বকারগ্রস্ত ব্যক্তির হুকুমের মধ্যে পড়েন। বকারগ্রস্ত ব্যক্তির উপর থেকে তো (শরয়ি বিধান আরোপের) কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।” [উদ্ধৃতি সমাপ্ত]

[গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র(৬/২১)]

তৃতীয় অবস্থা:

ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ওজর ছাড়া সালাত ত্যাগ করা, আর তা কেবল দুই ক্ষেত্রেই হতে পারে:

এক:

সে যদি সালাতকে অস্বীকার করে, সালাতফরজহওয়াকে মনে না নিয়ে তবে সে লোক কাফরে- এ ব্যাপারে কোন দ্বিমিত নই। কারণ সে ইসলামের ভিতরে নই। তাকে আগে ইসলামে প্রবশে করতে হবে, এরপর ইসলামের আরকান ও ওয়াজবিসমূহ পালন করতে হবে। আর কাফরে থাকা অবস্থায় সে যে সালাতগুলো ত্যাগ করেছে সেগুলোর কাযা আদায় করা তার উপর ওয়াজবি নয়।

দুই:

সে যদি অবহেলা বা অলসতাবশত সালাত ত্যাগ করে, তবে তার কাযা আদায় শুদ্ধ হবে না। কারণ সে যখন সালাত ত্যাগ করছে তখন তার কোন গ্রহণযোগ্য ওজর ছিল না। আল্লাহ তো সুনরিদধারতি ও সুনরিদধিটসময়ে নামায আদায় করাকে তার উপর ফরজ করছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

“নশিচয়ই নরিদধারতি সময়ে সালাত আদায় করা মু’মনিদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।” [সূরানসি, ৪:১০৩] অর্থাৎ নামাযের সুনরিদধিট



সময় আছে। আরকেটি দলীল হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: “যবেযক্তি এমন কোন কাজ করবে যা আমাদের শরয়িতভুক্ত নয়- তবতৌপ্রত্যাখ্যাত।” [হাদিসটি বর্ণনা করছেন ইমাম বুখারী (২৬৯৭) ও মুসলিম (১৭১৮)]

শাইখ আব্দুলআযীযইবনে বায (রাহমিহুল্লাহ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল: আমি ২৪ বছর বয়সের আগে সালাত আদায় করিনি। এখন আমি প্রতি ফরজসালাতের সাথে আরকেবারফরজ সালাত আদায় করি। আমার জন্য কী করা জায়েয? আমকি এভাবেই চালিয়ে যাব নাকি আমার উপর অন্য কোন করণীয় আছে?

তিনি বলেন:

“যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত ত্যাগ করে, সঠিক মতানুসারে তার উপর কোন কাযা নাই। বরং তাকে আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে। কারণ সালাত ইসলামের একটি রুকন বা স্তম্ভ। সালাত ত্যাগ করা ভয়াবহ অপরাধসমূহের একটি। বরং ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত ত্যাগ করা ‘বড় কুফর’-আলমেগণের দুইটি মতের মধ্যে এ মতটি অধিক বশিদ্ধ। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতসোব্যস্তুত হয়েছে, যে তিনি বলছেন: “আমাদের ও তাদের (বধির্মীদের) মাঝে পার্থক্য হলো সালাত। তাই যে ব্যক্তি সালাত ত্যাগ করল সে কুফরকিরলো।” [ইমাম আহমাদ ও সুনানের সংকলকগণ সহীহ সনদে বুরাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদিসটি বর্ণনা করছেন]

এবং তিনি আরো বলছেন: “কোন ব্যক্তি এবং শরিকও কুফরে পতিত হওয়ার মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত ত্যাগ করা।” [হাদিসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে জাবরি ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করছেন। সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে এ ব্যাপারে আরও অনেকে হাদিস রয়েছে। যেহেতু এ ব্যাপারে ইঙ্গিত পাওয়া যায়]

প্রিয় ভাই, এক্ষেত্রে আপনার উপর ওয়াজবি হলো আল্লাহর নিকট সত্যকার অর্থতে ওবা করা। আর তা হলো-(১) পূর্ববর্তী যা গত হয়েছে তার জন্য অনুতপ্ত হওয়া (২) সালাত ত্যাগ একবোরে ছেড়ে দেওয়া এবং (৩) এ মর্মে দৃঢ় সংকল্প করা যে, এ কাজে আপনি আর কখনও ফরি যাবেন না। আর আপনাকে প্রতি সালাতের সাথে বা অন্য সালাতের সাথে কাযা আদায় করতে হবে না। বরং আপনাকে শুধু তওবা করতে হবে। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যে ব্যক্তি তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলছেন: “হে মু‘মনিগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।” [২৮ আন-নূর:৩১]

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “পাপ থেকে তওবাকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায় যার মূলতঃই কোন পাপ নাই।”

তাই আপনাকে সত্যকার অর্থতে তওবা করতে হবে। নিজের নফসের সাথে হিসাব-নিকাশ করতে হবে। সঠিক সময়ে জামাতের সাথে সালাত আদায়ের ব্যাপারে সদা-সচেষ্ট থাকতে হবে। আপনার দ্বারা যা যা হয়ে গেছে -সে ব্যাপারে আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে এবং বেশে বেশে ভাল কাজ করতে হবে। আর আপনাকে কল্যাণের সুসংবাদ জানাই, আল্লাহ তা‘আলা বলছেন: “আর



যে তওবা করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং হৃদয়তরে পথ অবলম্বন করে, নশ্চয়ই আমি তার প্রতি ক্ষমাশীল।”[সূরা ত্বহা, ২০:৮২]

সূরা আল-ফুরক্বান এ শরিক, হত্যা, জনি (ব্যভিচার) উল্লেখ করার পর আল্লাহ তাআলা বলেন:“আর যে তা করল সে পাপ করল। কয়ামাতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করে দেয়া হবে এবং সে সেখানে অপমানিত অবস্থায় চরিকাল অবস্থান করবে। তবে ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে তওবা করেছে, ঈমান এনছে এবং ভাল কাজ করেছে; আল্লাহ তাদরে খারাপ কাজসমূহকে ভাল কাজে পরিবর্তন করে দিবেন। আর নশ্চয়ই আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।”[সূরা আল-ফুরক্বান, আয়াত ২৫:৬৯-৭০]

আমরা আল্লাহ’র কাছপ্ৰার্থনা করছি তিনি যেন আমাদেরকে ও আপনাকে তাওফিক দান করেন, বিশুদ্ধ তওবা নসীব করেন ও সৎ পথেবচিলরাখেন।”[মাজমুফাতুয়া শাইখ বনি বায(১০/৩২৯,৩৩০)]

দ্বিতীয়ত:

রোজা কাযা করার প্রসঙ্গে:

আপনি যে সময় নামায পড়তেন না সে সময় যদি আপনার রোজাও না রেখে থাকেন তাহলে সসেব দিনের রোজার কাযা আদায় করা আপনার উপর ওয়াজবি নয়। কারণ নামায পরিত্যাগকারী কাফরে, অর্থাৎ মুসলমি মল্লিলাত হতে বহিস্কারকারী বড় কুফরে লিপ্ত। যমেনটি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর কোন কাফরে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে কুফর অবস্থায় সে যে ইবাদতগুলো ত্যাগ করেছে সেগুলোর কাযা করা তার জন্য বাধ্যতামূলক নয়।

আর যদি আপনার রোজা না রাখাটা যে সময় নামায পড়া শুরু করেছেন সে সময়হেয়ে থাকে তবে এক্ষেত্রে সম্ভাব্য শুধু দুটো অবস্থা হতে পারে:

এক:

আপনি রাত হতরোজারনয়িত করেননিবরং রোযা না রাখারসংকল্প ছিল। এক্ষেত্রে আপনার এ রোজারকাযা আদায় শুদ্ধ হবে না। কারণ আপনি কোন গ্রহণযোগ্য ওজরছাড়া শরয়িত নরিধারতি নরিদষ্টি সময়ের মধ্যে করণীয় ইবাদত ত্যাগ করেছেন।

দুই:

আপনি রোজা শুরু করার পর তা ভেঙে ফেলেছেন। এক্ষেত্রে আপনার উপর কাযাআদায় করা ওয়াজবি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামযখন রমজান মাসে দিনের বেলায় যটনমলিনকারী ব্যক্তিকে কাফফারা আদায় করার আদেশে দলিনেতখন বললেন:“আপনি সে দিনের পরবর্ততে একদিন রোযা পালন করুন।”[এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু-দাউদ (২৩৯৩), ইবনে



মাজাহ (১৬৭১) এবং আলবানী “ইরওয়াউল গালীল” (৯৪০)এ হাদিসটিকে সহীহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন]

একবার শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহকে রমজান মাসে দিনেরে বলোকোন ওজরছাড়া রোযা ভঙ্গ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল।

উত্তরে তিনি বলেন:

“রমজান মাসে দিনেরে বলা কোন ওজর ছাড়া রোযা ভঙ্গ করা কবীরা গুনাহ। এর দ্বারা সৎ ব্যক্তি ফাসকিবহয়ে যাবে। তার উপর আবশ্যকীয় হচ্ছে- আল্লাহর কাছে তওবা করে নয়ো, যদিনেরে রোযা ভঙ্গ করছিল সেইদিনেরে রোযার কাযা আদায় করা অর্থাৎসে যদরোযারাখার পর দিনেরে মাঝখানে কোনও ওজর ছাড়া রোযা ভঙ্গ করতে থাকে সেদিনেরে রোযার কাযা আদায় করতে হবে। যহেতু সে রোযা শুরু করছিল এবং রোযা রাখার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল এবং তা ফরজ এই বিশ্বাসে তাত্তে প্রবশে করেছে। তাই তার উপর এর কাযা আদায় করা বাধ্যতামূলক মান্নতরেন্যায়।

আর যদি কোন ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে শুরু থেকেই রোযা না রাখত তবে অগ্রগণ্য মতানুসারে তাকে এ রোযার কাযা আদায় করতে হবে না। কারণ সৎ এর দ্বারা কোন উপকার পাবে না। যহেতু এ আমল তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না। এক্ষেত্রে মূলনীতিটি হলো- সকল ইবাদত যা নরিদ্ষিট সময়েরে মধ্যয়ে নরিধারতি, তা কোন ওজর ছাড়া সেই নরিদ্ষিট সময় থেকে বলিম্বে পালন করা হলে, তা তার থেকে কবুল করা হবে না। এর দলীল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী: “যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যা আমাদরে শরয়িতরে অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।” কেননা এটি আল্লাহর নরিধারতি সীমারখো লঙ্ঘন করার মধ্যয়ে পড়ে। আল্লাহর নরিধারতি সীমারখো লঙ্ঘন করা জুলম (অবচার)। আর জালমি ব্যক্তির কাছ থেকে সেই জুলম কবুল করা হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর যারা আল্লাহ নরিধারতি সীমারখো লঙ্ঘন করে তারা হলো জালমি।” [সূরা বাক্বারাহ, ২:২২৯]

আর এটি এজন্য যে, সৎ ব্যক্তি যদি এই ইবাদত নরিধারতি সময় হবার পূর্বহেই পালন করত তাহলে তা তার কাছ থেকে কবুল করা হত না। একইভাবে সে যদি তা সময় শেষে হয়ে যাওয়ার পরে পালন করে তবে তাও তার কাছ থেকে কবুল করা হবে না। তবে যদি সে ওজরগ্রস্ত হয় সটো ভিন্ন কথা।” সমাপ্ত। [মাজমূ‘ফাতওয়া আশ-শাইখ ইবনে ‘উছাইমীন (১৯/প্রশ্ন নং ৪৫)]

আর তার উপর ওয়াজবি হলো সকল পাপ কাজ থেকে আল্লাহর কাছসে ত্যাকির তওবা করা (উপরে উল্লেখিত বনি বাযরে ফাতওয়ায় তওবার তনিটি শরতসহ) ওয়াজবি কাজসমূহ সময়মত পালন অব্যাহত রাখা, খারাপ কাজ ত্যাগ করা, বেশি বেশি নফল ও নকৈট্য লাভ হয় এমন কাজ করা।

আর আল্লাহই সবচেয়ে বেশি জানেন।